দৈনিক সংবাদ

93

তারিখ 2 0 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৮ ...

বাংলা বই

সৈয়দ আলী কবীর

বাংলা বই-এর রপ্তানি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বিষয়টা জটিল, তবে জট ছাড়াতে হলে কোথায় জটিলতা তা জানা প্রয়োজন।

কেউ যদি চিংড়ি বিক্রি করতে চান, তিনি কোন্ বাজারের সন্ধান করবেন? বা পোষাক শিল্পের বেলায়? প্রধানতঃ সবাই চাইবেন মার্কিন বাজারে প্রবেশ করতে। ওখানে যত মধু আছে, আর কোথাও নেই। তেমনি দেশের বাইরে যদি কোথাও বাংলা বই বিক্রি করতে চাই, সেই বাজার মূলতঃ কোথায়? বলাবাহুল্য কলকাতায়।

এবার আসা যাক যারা আমাদের বই বিদেশে কিনবে, তাদের কথায়। একদিন যদি কলকাতায় খবর রটে যায় যে, গড়িয়াহাট বা শ্যামবাজারে পদ্মার ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে সবাই সেদিকে ছুটবে। অথবা কলকাতার বাজারে যদি জামদানী শাড়ী পাওয়া যায়, তা হলেও তা কেনবার অত্যন্ত আগ্রহ হবে। অর্থাৎ পণ্য বিক্রির সাথে চাহিদার সম্পর্ক আছে। আমাদের বই-এর চাহিদা যদি কলকাতায় থাকে তাহলে তা সেখানে বিক্রি করতে অসুবিধা হবে না। আমরা ইলিশ মাছ খোলাপথে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাই না। তাই চোরাপথে যায়। কিন্তু সেখানে যদি আমাদের বই-এর চাহিদা হয়, তাহলে তা খোলা পথেই পাঠাবো।

এবার বিদেশে পণ্য রপ্তানির আর এক বিষয়ে আসা যাক। অর্থাৎ সেখানে আমাদের পণ্য বিক্রি করতে হলে কি ধরনের সমস্যা হয়। আমরা আজকাল অহরহ শুনি অপ্রচলিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির কথা। সে যে কত কঠিন কাজ, তার হারহদ্দ রপ্তানিকারক জানে। বিদেশীদের আমাদের পণ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়, তারপর তাদের যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে কিনবে। ভাবাবেগে বলে তাড়িত হয়ে আমরা বলে থাকি যে, কলকাতায় কেউ আমাদের বই কেনে না। অথচ আমরা অবিবেচনার মতন তাদের বই কিনি। তারা কেনে না, কারণ, আমাদের লেখা তাদের কাছে পরিচিত নয়। কিন্তু তাদের নামজাদা লেখকদের কথা আমাদের দেশে সবার মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। বিষয়টি আমাদের অভিমান জাগাতে পারে। কিন্তু কথাটা নির্মমভাবে সত্য। অনুদার কেউ বলতে পারে, না পড়ুক তারা আমাদের বই, আমরাও তাদের বই পড়বো না। একথা নিশ্চয়ই কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মানবে না। কারণ, মনকে উপোস করালে আমরাই ঠগবো। চোরাপথে আমদানীকৃত ভারতীয় শাড়ীর প্রতি তো আমাদের কম আগ্রহ নেই। তার চেয়ে বইয়ের প্রতি আগ্রহ ভালো।

মোট কথা কলকাতায় বই বিক্রি করা আমাদের জন্য কঠিন। সেই পথকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে। এর সঙ্গে একটা উদ্যোগের ব্যাপার জড়িত আছে। যেমন আর পাঁচটা পণ্যের বেলায় আছে।

ভারতে আমাদের বই রপ্তানির ব্যাপারে অন্য কতকগুলো অসুবিধা আছে। একে বলা যায় অবাজার (non-market) জনিত অসুবিধা। সেখানে পণ্য রপ্তানি করলে সেখানকার আমদানীকারককে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। রিজার্ভ ব্যাংকের কাছ থেকে বিদেশে অর্থ প্রেরণের জন্য অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এই সব ঝামেলার মধ্যে আমদানীকারক যেতে চায় না, যদি না আমদানীকৃত বই-এর জন্য বেশ ভালো রকমের সুনিশ্চিত ও সুচিহ্নিত বাজার থাকে। মজার কথা, এই বিষয়ে আমাদের দেশে অনেক বেশী উদার নীতি আছে। খোলা বাজারে ডলার কিনলে যত ইচ্ছা বই আমদানী করা যায়। ফলে ডলারের দাম ত্রিরিশ টাকার জায়গায় সোয়া তেত্রিশ টাকা পড়ে যায়। কিন্তু বই আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের ব্যাপারে অসুবিধা হয় না। মাঝে আমাদের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। ব্যবস্থাটা পাল্টে দিয়েছিলাম। ফলে জটিল আমদানী নীতির গোলচক্রে পড়েছিলাম। এখন সে আপদ গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বই রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের দেশের প্রকাশক কিছু উদ্যোগ নিতে পারেন। তারা কলকাতার আমদানীকারকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের বই রপ্তানির ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে পারেন। আজকাল সেখানে আমাদের বই সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মেছে। উদ্যোগ নিলে কিছু বই বিক্রি হবে।

প্রকাশকগণ একটা বিষয়ে উদ্যোগ নিলে ভালো হয়। তাহলে কলকাতার জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় আমাদের বই-এর সমালোচনা প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেওয়া। সমালোচকরা কি লিখবেন, তা তাদের ব্যাপার। আমরা সার্টিফিকেট চাই না। মুরুব্বিয়ানা চাই না। যদি কোন বই ভালো লাগে তাহলে মুক্ত কন্ঠে তার কথা বলুন। না লাগলে অবহেলা করুন। আমরা কেবল চাই যে, আমাদের ভালো বই পশ্চিম বঙ্গে পরিচিত হোক। এই সীমানা অতিক্রম করা কঠিন। কিন্তু চেষ্টার প্রয়োজন আছে। কলকাতার বই মেলায় আমাদের বই যায়। সে সব বই যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই সঙ্গে বই রপ্তানি করার ব্যাপারে একটা সংগঠিত উদ্যোগ না নিলে কলকাতায় আমাদের বই-এর সত্যিকারের বাজার সৃষ্টি হবে না।

একজন বিদগ্ধ লেখক আমাদের বইয়ের মূল্য ভারতে কি হবে তা নিয়ে আলাপ করছিলেন। তাঁর কথায় একটা অভিমানের সুর ছিল। আমাদের ভারতের বই চড়া দামে কিনতে হয়। কিন্তু আমাদের বই পানির দামে বিক্রি করতে হয়। বিষয়টা আদ্যোপান্ত দেখা যাক। ধরা যাক বাংলাদেশের একজন প্রকাশক শতকরা ত্রিরিশ টাকা কমিশন দিয়ে বই বিক্রি করেন দেশের খুচরো বই বিক্রেতাকে। বিদেশী পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে ওই কমিশন পেলে প্রকাশকের ক্ষোভের কিছু নেই। একশ টাকা মূল্যের বই-এর জন্য দেশী পুস্তক বিক্রেতা দিবে সত্তর টাকা।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 0 DEC 1986 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ৮ ...

বাংলা বই
সৈয়দ আলী কবীর

কলকাতার বই বিক্রেতার কাছ থেকে পাওয়া যাবে, ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে আটাশ টাকা। তিনি যদি খুচরো বিক্রেতা হন, তাহলে তার ওপর তাঁর প্রদত্ত কমিশন চড়িয়ে বইয়ের একটা দাম ধরবেন। সে হিসাবে দাম আসবে চল্লিশ টাকা। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বই-এর ওপর সবাই আরো কিছু মূল্য আরোপ করেন। আমাদের সঙ্গে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যের মান ধরলে এই হিসাব মিলে যায়। কিন্তু ভারতীয় পুস্তক বিক্রেতা আমাদের দেশের মতনই বিদেশ থেকে আমদানী বই-এর ওপর আরও কিছু মূল্য আরোপ করবেন। সেই মূল্য ধরার পর আমাদের বাজারে একশ টাকার বই ভারতে তাদের মুদ্রায় পঞ্চাশ টাকা বিক্রি হবে বোধ হয়। আমাদের তরফ থেকে সব কথা বাদ দিয়ে প্রকাশক তার প্রাপ্য মূল্য পেলে খুশী থাকার কথা। না থাকলে মনে হবে যে, কলকাতায় বই পাঠিয়ে বেশী কিছু আশা করা যাচ্ছে। সে ধরনের আশা করার কারণ নেই।

এবার আসা যাক বই আমদানীর ব্যাপারে। ভারত থেকে আমদানীকৃত বই-এর মূল্যের ব্যাপারে আমরা হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছি। সেখানকার পঞ্চাশ টাকার বই বিক্রি হয় এখানে ১৬৫ টাকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমমূল্যের বই এলেও ওই দামে বিক্রি হয়। কিন্তু বই আমদানীর সঙ্গে পরিবহন ব্যয় জড়িত। কলকাতা নাকের ডগায়। সেখান থেকে বই আনার পরিবহন ব্যয় সামান্য। তাহলে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে যে বই আসছে, তার দাম আর কলকাতা থেকে আনা বই-এর মূল্য কেন এক হবে?

আমাদের দেশের বই ভারতে এবং ভারতের বই বাংলাদেশে বিক্রি করলে মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি কী হবে; সেই ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। প্রকাশকের দিক থেকে দু'দেশের কোথাও সমস্যা হওয়ার কথা নয়, যদি না তাঁরা বিদেশের বাজারকে দেশের বাজার থেকে ভিন্ন চোখে দেখেন। কিন্তু প্রকাশক থেকে পাঠক পর্যন্ত বই-এর ব্যবসায় যে মধ্যস্বত্ব আছে, তার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। বোধহয় প্রকাশক মূল্য নির্ধারণ করে দিলে ভালো হয়। বলাবাহুল্য মূল্য নির্ধারণের সময় তারা পুস্তকে ক্রেতা ও খুচরো বিক্রেতা উভয়েরই স্বার্থ দেখবেন। তাহলে ভারতীয় বই-এর মূল্য সম্বন্ধে আমাদের তিক্ততা দূর হবে। আর আমরাও বুঝবো যে, কলকাতার বাজারে কি মূল্যে বই বিক্রি করতে পারবো।

দেশে বা বিদেশে যেখানেই আমরা বই বিক্রি করি না কেন, তার সঙ্গে আমাদের প্রকাশনা ব্যবস্থা জড়িত আছে। ওই ব্যবসা অত্যন্ত দুর্বল। তাদের ঝুঁকিও বেশী। বাংলা একাডেমী অপেক্ষাকৃত শক্ত সমর্থ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পাঠ্য পুস্তক ছাড়া একটা বই দু'বার প্রকাশ করে না। সেসব বই-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে তা আর পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'যথাশব্দ' কলকাতার বাজারে নজরে এসেছে। আমাদের দেশেও অনেক দিন পর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করবে? দেশে অনেক বই আছে, যা লোকে চায় কিন্তু পায় না। কারণ, তাদের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হলে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয় না।

সরকার অর্থনীতির দুর্বল অংশকে সাহায্য করে। তারা কি প্রকাশনা ব্যবস্থাকে সহায়তা দেবার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না? ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য দেবার ব্যাপারে ঋণ ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রকাশনা শিল্প সেই অংশে পড়ে। তারা কি এই সাহায্য পেতে পারে না? বই প্রকাশ বাড়লে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাই উপকৃত হবে। আর দেশের মানুষের মনের খোরাক পাওয়া যাবে।